বুধবার ঢাকা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ২২ মাঘ ১৪২৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৩৬ পৃষ্ঠা ৮ মূল্য ৩ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

নেদারল্যান্ডসের বিশেষজ্ঞের বারি পরিদর্শন

গাজীপুর প্রতিনিধি •

নেদারল্যান্ডসের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ভুইফহুইজেন সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশের ৫ টি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে চলমান "চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট" প্রকল্পে "ইয়ং প্রফেশনাল" হিসেবে কাজ করছেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান অমেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং- এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান। পরে অতিথি বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওয়াদুদ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে অতিথি ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিভিন্ন গবেষণাগার ও মাঠে স্থাপিত বিভিন্ন পরীক্ষণ পরিদর্শন করেন এবং উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের "উদ্যান ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর অঞ্চলে উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার" প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

page-5

দৈনিক করতোয়া

The Daily Karatoa

বুধবার ২২ মাঘ ১৪২৬ : ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

www.ekaratoa.com

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞের বারি পরিদর্শন

গাজীপুর প্রতিনিধি : নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ভুইজভইজেন ৩ ফেব্রুয়ারি গত সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন।

ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশের ৫টি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে চলমান 'চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট' প্রকল্পে 'ইয়াং প্রফেশনাল' হিসাবে কাজ করছেন।

ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সদর দফতরের সামনে এসে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান। পরে অতিথি বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব অতিথিকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরেন।

একই সাথে তারা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরে অতিথি ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিভিন্ন গবেষণাগার ও মাঠে স্থাপিত বিভিন্ন পরীক্ষণ পরিদর্শন করেন এবং উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের 'উদ্যান ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর অঞ্চলে উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার' প্রকল্পে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। একই সাথে তিনি ইনস্টিটিউটের বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দৈনিক
বাংলাদেশের আলো
বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বারি পরিদর্শন করলেন নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

মনির হোসেন, গাজীপুর

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ভুইফহুইজেন সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশের ৫ টি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে চলমান 'চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট' প্রকল্পে 'ইয়ং প্রফেশনাল' হিসেবে কাজ করছেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান। পরে অতিথি বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব অতিথিকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরেন। একই সাথে তারা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরে অতিথি ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিভিন্ন গবেষণাগার ও মাঠে স্থাপিত বিভিন্ন পরীক্ষণ পরিদর্শন করেন এবং উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের 'উদ্যান ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর অঞ্চলে উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার' প্রকল্পে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। একই সাথে তিনি ইনস্টিটিউটের বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

Page-

নয়া দিগন্ত

ঢাকা, বুধবার ২২ মাঘ ১৪২৬, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
news@dailynayadiganta.com

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞের বারি পরিদর্শন

● গাজীপুর সংবাদদাতা

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ভুইজহুইজেন সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে চলমান 'চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট' প্রকল্পে 'ইয়ং প্রফেশনাল' হিসেবে কাজ করছেন।

ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দফতরের সামনে এসে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রাণী বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং-এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: মিজানুর রহমান। পরে অতিথি বারি মহাপরিচালক ড. মো: আব্দুল ওহাবের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমসহ দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ড. উলফগ্যাং ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিভিন্ন গবেষণাগার ও মাঠে স্থাপিত বিভিন্ন পরীক্ষণ পরিদর্শন করেন এবং উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যান ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর অঞ্চলে উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার' প্রকল্পে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এছাড়া সাথে তিনি ইনস্টিটিউটের বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দৈনিক নতুন ভোর

গাজীপুর : বুধবার ॥ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং

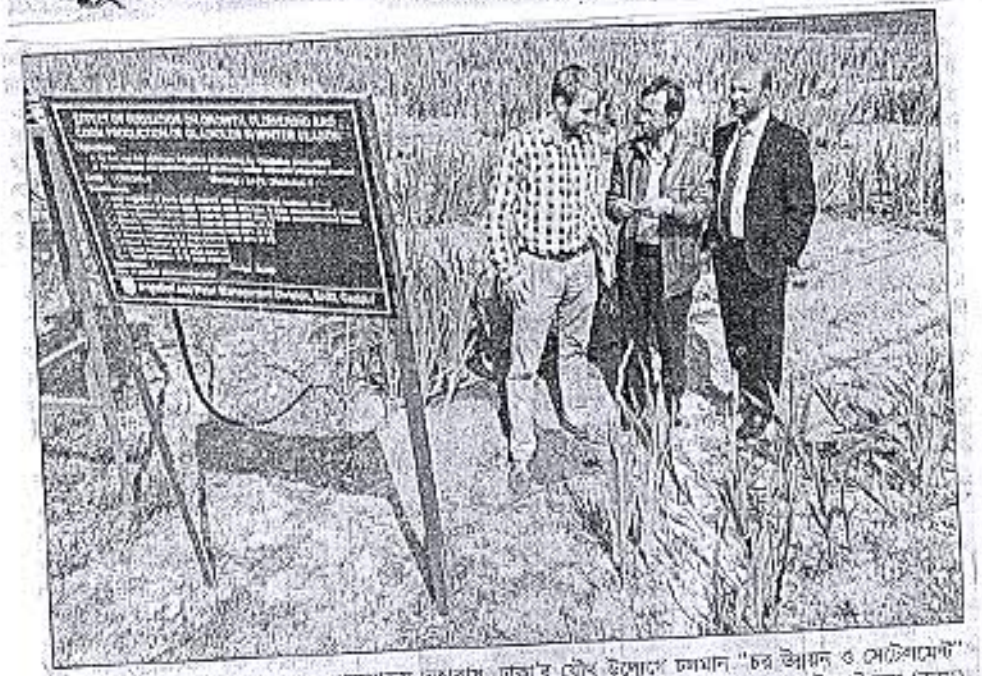

বাংলাদেশের ৩ টি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে চলমান "চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট" প্রকল্পের "ইয়াং প্রফেশনাল" নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ডুইজেনহইজেন (বামে) ৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন।

page-3

প্রথম আলো
বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ২২ মাঘ ১৪২৬

স্ট্রবেরি চাষ | হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষ করা স্ট্রবেরিগাছে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে পাকা ফল। মাটি ছাড়া লোহার পাতের ওপর পানি দিয়ে লাগানো হয়েছে এসব গাছ। সোমবার বেলা দুইটায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম কেন্দ্রে। ছবি : গৌরভ দাশ

page-16

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
বুধবার, ২২ মাঘ ১৪২৬
১০ জমাদিউস সানি ১৪৪১ হিজরি
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
www.ittefaq.com.bd

বীজবিহীন পেয়ারা চাষে সাফল্য

■ সালাহউদ্দিন মো. রেজা, চট্টগ্রাম অফিস

দেশে বীজবিহীন পেয়ারা চাষে সাফল্য এসেছে। বীজ না থাকায় শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের লোকজন এটি খেতে পারবে। তাছাড়া মোটামুটি সারা বছরই এর ফলন পাওয়া যাবে। দীর্ঘ দিন গবেষণার পর ২০১৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ফলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে গত কয়েক দিন আগে সাফল্যের সঙ্গে পেয়ারার ফলন পাওয়া যায়। সারা বছর ফলন তোলা হলেও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফলন তোলায় সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলে গবেষণায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা জানান। বীজবিহীন এই পেয়ারা বারি পেয়ারা-৪ নামে পরিচিত। বীজবিহীন হওয়ায় এর বিস্তার অঙ্গজ পদ্ধতিতেই ঘটানো হয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করলে সে গাছের পেয়ারা পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মাতৃ গাছের পেয়ারা হতে পার্থক্য হয় না। অঙ্গজ পদ্ধতির মধ্যে গুটি কলমই বহুল প্রচলিত। তবে বিদ্যুৎ কলাচারের মাধ্যমেও বংশ বিস্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানা যায়।

এই পেয়ারার গাছ খর্বাকৃতির, মধ্যম ছড়ানো ও ঝোপালো, পরিপক্ব ফলের রং হলুদাভ সবুজ। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২৮৪ গ্রাম। ফলের শাঁস সাদা, কচকচে, সুস্বাদু ও দীর্ঘ সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন। পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। প্রায় সব রকম মাটিতে এই পেয়ারার চাষ করা যায়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে এ পেয়ারা ভালো জন্মে। ৪.৫-৮.২ অম্ল ক্ষারত্বের মাটিতে পেয়ারা সহজে জন্মে।

Page-5

বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২২ মাঘ ১৪২৬

আমাদের সময়

গাজীপুরের শ্রীপুরে বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত দেলোয়ার হোসেন

দেলোয়ারের বাগানে রাজকীয় টিউলিপ

ফয়সাল আহমেদ গাজীপুর সদর ●

টিউলিপকে বলা হয় রাজকীয় ফুল। অটোমান সাম্রাজ্য থেকে টিউলিপের বিস্তার হলেও বাণিজ্যিকভাবে এ ফুলের ব্যাপক আবাদ হয় নেদারল্যান্ডসে। বর্তমানে নেদারল্যান্ডসই প্রধান টিউলিপ ফুল উৎপাদনকারী দেশ। টিউলিপ ফুল ঘিরে সেখানে গড়ে উঠেছে শিল্প। আর দেশটি প্রতিবছরই পালন করে 'টিউলিপ উৎসব'।

এশিয়ার ভারত, আফগানিস্তান ও হাতেগোনা কয়েক দেশ ছাড়া দুনিয়াজোড়া টিউলিপ ফুলের বাণিজ্যিক চাষ হয় না বললেই চলে। স্বভাবতই আমাদের দেশে এক সময় তো এই ফুলের কথা কল্পনাই করা যেত না। তবে এখন বাংলাদেশের এক চাষিও তার বাগানে টিউলিপ ফুটিয়ে দেশজুড়েই বাণিজ্যিকভাবে এর চাষের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি গাজীপুরের শ্রীপুরের ফুল চাষি দেলোয়ার হোসেন।

দেলোয়ার হোসেনের ফুল বাগান 'মৌমিতা ফ্লাওয়ার্স'। ২০১২ সালে তিনি জারবেরা, চায়না, গোলাপসহ বিদেশি বিভিন্ন ফুল চাষে সফল হয়েছেন। একজন সফল ফুল চাষি হিসেবে তিনি ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পদকে ভূষিত হন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রথমবারের মতো ভাইরাসমুক্ত সবজির চারা উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছেন।

দেলোয়ারের ভাষ্য, আমাদের দেশে প্রতিবছর ব্যাপক ফুলের চাহিদা রয়েছে। এর চাহিদা মেটাতে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ফুল আমদানি করে। ফুল চাষে জড়িয়ে রয়েছে কৃষি অর্থনীতির একটি অংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ফুল চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠলেও আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম। অর্থনীতি ও চাহিদার কথা চিন্তা করেই বিভিন্ন বিদেশি ফুল দিয়ে তিনি তার স্বপ্নের যাত্রা শুরু করেন। নানা প্রতিবন্ধকতার পরও তিনি থেমে থাকেননি। তাই পেয়ে যাচ্ছেন একটির পর একটি সফলতা। জারবেরা, চায়না গোলাপের পর তিনি টিউলিপ চাষ করেছেন। পরীক্ষামূলক চাষে সফলতা পাওয়ায় এবার তিনি শুরু করবেন এই ফুলের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ। টিউলিপ বর্ষজীবী ও বসন্তকালীন ফুল হিসেবে পরিচিত। প্রজাতি অনুযায়ী এর উচ্চতাও ভিন্ন হয়।

দেলোয়ার হোসেন জানান, পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির টিউলিপ থাকলেও তিনি গত ৮ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডস থেকে ৯ প্রজাতির ৪ রঙের সহস্রাধিক টিউলিপের বাব (চারা) এনে ১৫ ডিসেম্বর তার বাগানে রোপণ করেছিলেন। ৪৫ দিন পরিচর্যা শেষে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে টিউলিপ ফোটা শুরু হয়। দেশীয় আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে যার স্থায়িত্ব হতে পারে ২০-২২ দিন। তার মতে, টিউলিপ ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শীতের গভীরতা। সাধারণত টিউলিপ ফুল চাষে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা প্রয়োজন। আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় শীত মৌসুমে তাপমাত্রা কম থাকে বলে সেখানে টিউলিপ ফুল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বারি) উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ফুল গবেষক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফারজানা নাসরিন খান জানান, টিউলিপ সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলের ফুল। আমাদের দেশে শীত মৌসুমে অনেকেই বাসাবাড়িতে টবে বা শখের বশবর্তী হয়ে এ ফুলের চাষ করে আসছে। বাণিজ্যিকভাবে এখনো তেমন একটা চাষ শুরু হয়নি। তবে শীত মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এই ফুলের চাষ করা যেতে পারে, বিশেষ করে উত্তরের জেলাগুলোয়। ফুল চাষি দেলোয়ারের এ উদ্যোগ সফলতা ও সম্ভাবনার বীজ বপন করেছে দেশের কৃষকদের মধ্যে।

গাজীপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক মাহবুব আলম জানান, বর্তমানে উচ্চমূল্যে টিউলিপ ফুল আমদানি করে আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে হয়। একজন আদর্শ ফুল চাষি দেলোয়ারের টিউলিপ ফুল ফোটানোর সফলতায় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই ফুলের চাষ ঘিরে। এ ফুলের চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতিতেও ছোঁয়া লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

Page- 15

theindependent

DHAKA, WEDNESDAY FEBRUARY 5, 2020

Mustard farmers have field day on bumper yield

BSS, Jamalpur

A field day on high yielding mustard BARI-14 was held in Jamalpur Sadar upazila on Monday afternoon. Regional Agriculture Research Station (RARS), Jamalpur, under Bangladesh Oil-seed and pulse crops research and development project arranged the field day at Joyrampur village in Sharifpur union of the upazila. Director of Bangladesh Oil-seed and pulse crops research and development project Dr Md Abdul Latif Akanda was present the programme as chief guest with Chief Scientific Officer, RARS, Jamalpur, Dr Md Tariqul Islam in the chair.

The chief guest said BARI-14 is a high yielding and short duration variety and farmers can get extra profit by cultivating BARI-14 between the time of Aman and Boro. A farmer can get 1400 to 1600 kilogram mustard from one hectares of land from 75 to 80 days, he added. Abdul Latif also said the government is implementing various programmes to attain self reliant in oil production. He urged the farmers to cultivate BARI-14 mustard for getting more profit.

দৈনিক আজকালের খবর
তারিখ-০৫-০২-২০২০

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ডুইফহুইজেন গত সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন -আজকালের খবর

নেদারল্যান্ডসের বিশেষজ্ঞেদের বারি পরিদর্শন

● মাজহারুল ইসলাম, গাজীপুর

নেদারল্যান্ডসের ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. উলফগ্যাং ডুইফহুইজেন সোমবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে চলমান 'চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট' প্রকল্পে 'ইয়াং প্রফেশনাল' হিসেবে কাজ করছেন।

ড. উলফগ্যাং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং- এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো. মিজানুর রহমান। পরে অতিথি বারি মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল ওহাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

e-Daily INDUSTRY

Gazipur: *Dr. Wolfgang Duifhuizen, CDSP-B Professional of Netherlands, who has been working in Char Development and Settlement Project in Bangladesh, yesterday visited Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI). The project is being implemented in collaboration with five ministries and Embassy of Netherlands in Dhaka.*